দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

211

তারিখ 12 MAR 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংঘর্ষ ভাংচুর অগ্নিসংযোগ কাঁদানে গ্যাস অব্যাহত ঃ শতাধিক ছাত্র ও পুলিশ আহত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে পুলিশী হানা ১৪০টি কক্ষ তছনছ ঃ গ্রেফতার ৩৫

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

পুলিশ গতকাল (বুধবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল ও সূর্যসেন হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে ঢুকে কমপক্ষে ১৪০টি কক্ষ ভাংচুর করে এবং মোট ৩৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। পুলিশের প্রহারে কমপক্ষে ১০০ জন ছাত্র আহত হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে, দু'টি গাড়ী ভাংচুর এবং একটি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে।

সকালে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র জোট ছাত্র নেতা বাবলুর লাশ দাফনকে কেন্দ্র করে পূর্বদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের তৎপরতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লংঘনের প্রতিবাদে মিছিল বের করে। উত্তেজিত ছাত্ররা সকাল সাড়ে দশটার দিকে শহীদুল্লাহ হলের ২ নং বর্ধিতাংশ থেকে চানখার পুল পেট্রোল পাম্পের কাছে অবস্থানরত পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এরপর পুলিশ সোয়া ১১টার দিকে শহীদুল্লাহ হলের ঐ অংশের

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

বাবলুর দাফন সম্পন্ন

॥ সংবাদদাতার টেলিফোন ॥

নরসিংদী, ১১ মার্চ।— মঙ্গলবার মধ্যরাতে ছাত্র নেতা মাহবুবুল হক বাবলুর লাশ নরসিংদী জেলাধীন মনোহরদী উপজেলার কিস্তিবাদী গ্রামে পৌঁছলে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের আর্তনাদে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। এ সময় অপেক্ষমান হাজার হাজার নারী-পুরুষের অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিটি রুমে প্রবেশ করে ছাত্রদের বেধড়ক লাঠিপেটা করে ও ৭৫টি রুমের দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল ও ছাত্রদের অন্যান্য জিনিসপত্র ভাংচুর এবং তছনছ করে। পুলিশের বেদম প্রহারে ৩৪ জন ছাত্র মারাত্মক আহত হয়। পুলিশ আহত সকলকে গ্রেফতার করে। এ সময় হলের একজন হাউস টিউটরও পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হন।

একই সময় পুলিশ প্রেসক্লাবের সামনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি সভা লাঠি চার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা সাড়ে ১১টার দিকে চানখার পুলের কাছে ২টি বিআরটিসি ট্রাক ভাংচুর করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের অপর একটি অংশ দুপুর ১২টায় কাঁটাবনে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং এক পর্যায়ে একটি জীপে অগ্নিসংযোগ করে।

পুলিশ এ সময় উত্তেজিত ছাত্রদের তাড়া করে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসে। ছাত্ররা সূর্যসেন হলের সামনে অবস্থান নিয়ে পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছাত্ররা সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে গেট বন্ধ করে দেয়। উত্তেজিত পুলিশ প্রায় অর্ধ ঘন্টা হলে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অডিটরিয়াম সংলগ্ন দেয়াল ভেঙ্গে দুপুর পৌনে ২টায় হলে প্রবেশ করে। হলে ঢুকে পুলিশ বিভিন্ন তলার ৬৫টি কক্ষের দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ার ভাংচুর করে। পুলিশ ছাত্রদের জিনিসপত্র লুটপাট করে বলেও হলের ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। এ সময় পুলিশ মহসীন হল ও সূর্যসেন হলের সামনে অবস্থান নেয়। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশ মহসীন হলে প্রবেশ করে কয়েকটি রুমে তল্লাশী চালায়। পুলিশ সোয়া ৫টার দিকে হল গেট থেকে একজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

এ সময় পুলিশ মহসীন হল ও সূর্যসেন হলের গেট থেকে সরে গিয়ে কাঁটাবন বস্তি এলাকায় অবস্থান নেয় এবং বস্তিবাসীদের বস্তি ত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে পুলিশ এতে বিরত হয়।

হলে পুলিশী হামলা, মারপিট ও গ্রেফতারের ঘটনায় ভীত মহসীন, সূর্যসেন ও শহিদুল্লাহ হলের অধিকাংশ ছাত্র এবং অন্যান্য হলের অনেক ছাত্র হল ত্যাগ করেছে। ছাত্রদের মিছিল, পুলিশের তৎপরতা ইত্যাদির ফলে সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যায়। ফলে গতকাল কোন ক্লাস ও

পুলিশের উপর ইটপাটকেল ও হাতবোমা নিক্ষেপ করে এবং সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করতে তৎপর হয়। এ সময় পুলিশ ছাত্রদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে এবং ঘটনাস্থল থেকে ৩৪ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এ সময় ছাত্রদের আক্রমণে ২ জন পুলিশ আহত হয়।